# সন্ধিতে জ্যাসিড পোকা

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

## পোকা পরিচিত

এটি একটি বহুভোজী পোকা এবং বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে বেগুনের প্রধান ক্ষতিকর পোকা। বেগুন ছাড়া আলু, ঢেড়শ, মরিচ, কুমড়া জাতীয় সব্জি এবং তুলায় আক্রমণ করে থাকে। ধারালো অভিপজিটর দিয়ে কচি পাতার মধ্যশিরা বা প্রধান শিরার কিছু অংশ ছিদ্র করে তার মধ্যে একটি একটি করে ১৬-২২ টি ডিম পাড়ে। ৫-৮ দিন পর ডিম থেকে হলুদ রংয়ের নিম্ফ বের হয়।

## ক্ষতির লক্ষন:

চারা থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত যেকোন সময় জ্যাসিড আক্রমন থাকে। এরা পাতা থেকে রস চুষে খায় এবং এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ নি:সরণ করে ফলে আক্রান্ত পাতা বিবর্ণ ও নীচের দিকে কুচকে যায়। পরবর্তীতে পাতার কিনারা হলুদ হওয়াসহ পাতায় মরিচা রং হয়। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে এদের আক্রমণ কমে যায়। জ্যাসিডের একটি প্রজাতি ক্ষুদে পাতা রোগের জীবাণু ছড়ায়।

ছবি : সন্ধিতে জ্যাসিড পোকা ও আক্রান্ত পাতা

## সমন্বিত বালাই ব্যাবস্থাপনা:

- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ।
- আক্রান্ত গাছে ছাই ছিটানো।
- চারা রোপনের সময় পরিবর্তন করে এদের আক্রমণ অনেকটা কমানো যায়।
- ফাঁদ শস্য যেমন বেগুন ক্ষেতের চারদিকে ঢেঁড়স লাগানো।
- ইউরিয়ার পরিমিত মাত্রাসহ সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।
- হাত জাল দ্বারা পোকা সংগ্রহ।
- ক্ষেতে মাকড়সা সংরক্ষণ করা ( ১টি মাকড়সা গড়ে দিনে ২-১৫টি জ্যাসিড শিকার করে খায় )।
- ০.৫% ঘনত্বের সাবান পানি অথবা ৫ মিলি তরল সাবান প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।
- ৫০০ গ্রাম নিম বীজের শাঁস পিষে ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তা ছেঁকে জ্যাসিড আক্রান্ত ক্ষেতে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যেতে পারে।
- পোকার আক্রমণ বেশী হলে দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ডায়মেথোয়েট ৪০ ইসি ( রগর, টাফগর, সানগর, পারফেকথিয়ন ) ১ মিঃলিঃ এডমায়ার ১ মিঃলিঃ মেটাসিস্টক্স ১ মিঃলিঃ সবিক্রন ১মিঃলিঃ, এসাটাফ- ১.৫ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

আরও তথ্যের জন্য:
পরিচালক উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd
বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।